বার্ষিক প্রতিবেদন - ২০২৫
"দি অপটিমিষ্টস্", বাংলাদেশ ব্রাঞ্চ

১। **ভূমিকা**। "পৃথিবীকে বদলে দেয়া একার পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু একটি শিশুর জীবন বদলে দেয়া সম্ভব"। এ শ্লোগানের মধ্যে ফুটে উঠেছে এক মানবিক আর্তি। আর এ শ্লোগানকে বাস্তবে রুপ দেয়ার জন্য ২০০১ সালে সর্বপ্রথম মৌলভীবাজার জেলায় "**দি অপটিমিষ্টস্**" এর গোড়াপত্তন ঘটে। সংস্থাটি ২৬ ডিসেম্বর ২০০৬ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে বিদেশী সংস্থা হিসেবে নিবন্ধন লাভ করে। বাংলাদেশে যে সব বেসরকারী সংগঠন তৃণমূল পর্যায়ে অসহায় মানুষের ভাগ্য এবং দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে "দি অপটিমিষ্টস্" তাদের মধ্যে অন্যতম।

২। **সংস্থার কার্যক্রম**। সংস্থাটি বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানসিক উন্নতির কথা বিবেচনা করে "**চাইল্ড স্পন্সরশীপ প্রোগ্রাম**" এর আওতায় মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে উচ্চ মাধ্যমিক ও তদপরবর্তিতে উচ্চতর শিক্ষা পর্যন্ত অসচ্ছল পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের নগদ আর্থিক শিক্ষা সহায়তা প্রদান করে আসছে। এ আর্থিক শিক্ষা সহায়তা নিম্নোক্ত দু'টি কর্মসুচীর মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে ঃ

ক। "**চাইল্ড স্পন্সরশীপ প্রোগ্রাম**" (সিএসপি)। এটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর। অর্থাৎ ৯ম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ৪ বৎসরের কর্মসূচী।

খ। "স্পেশাল **স্পন্সরশীপ প্রোগ্রাম**" (এসএসপি)। এটি উচ্চতর শিক্ষা অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর সংস্থার নিয়মিত সুবিধাভোগী শিক্ষার্থী যারা দেশের কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ বা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে তাদেরকে এ কর্মসূচীর আওতায় আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। এ কর্মসূচীর আওতায় সুবিধা প্রাপ্তির মেয়াদ সাধারনতঃ ০৪ বছর। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর মেয়াদ শিক্ষার ধরনের উপর নির্ভর করে থাকে।

৩। **শিক্ষার্থী নির্বাচন**। শিক্ষার্থী নির্বাচনের সময় তার পারিবারিক আর্থিক অবস্থা ও মেধাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জেলা কমিটির সহায়তায় মূল্যায়ন পরীক্ষা গ্রহন/স্বাক্ষাৎকারের মাধ্যমে শিক্ষা সহায়তা প্রাপ্তির জন্য চুড়ান্তভাবে শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়।

৪। **প্রকল্প এলাকা ও সুবিধাভোগীর সংখ্যা**। ২০২৫ সালে অত্র সংস্থার বিদ্যমান প্রকল্প এলাকা এবং জেলাভিত্তিক সুবিধাভোগীর সংখ্যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক্রমিক নং	জেলার নাম	সুবিধাভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য
(১)	মৌলভীবাজার	১২০	
(২)	সিলেট	১৪১	
(৩)	হবিগঞ্জ	২৯	
(৪)	নারায়নগঞ্জ	২৮	
(৫)	মুন্সিগঞ্জ	২৩	
(৬)	ঢাকা	৬৭	
(৭)	সুনামগঞ্জ	৫৩	
(৮)	দিনাজপুর	৩০	
(৯)	ব্রাহ্মনবাড়িয়া	১৮	
(১০)	কুষ্টিয়া	২৩	
(১১)	চুয়াডাংগা	১৭	
(১২)	এসএসপি(উচ্চতর শিক্ষা)	৯৭	
সর্বমোট =		৬৪৬	

৫। **আর্থিক সুবিধার পরিমাণ**। অত্র সংস্হার তালিকাভুক্ত শিক্ষার্থীদেরকে নিম্নোক্ত হারে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে ঃ

ক্রমিক নং	খাতের নাম	পরিমাণ (প্রতি বছর)	মন্তব্য
সিএসপি			
ক।	বৃত্তি	৮৪০০.০০	মাসিক ৭০০/- টাকা হারে
খ।	শিক্ষা উপকরণ ক্রয়	৯০০.০০	
গ।	পোষাক	১১০০.০০	
ঘ।	জুতা ও মোজা ক্রয়	৮০০.০০	
ঙ।	টুথপেষ্ট ও টুথ ব্রাশ ক্রয়	৩০০.০০	
চ।	স্বাস্থ্য সেবা বাবদ	৫০০.০০	
ছ।	অন্যান্য ব্যয়(শিক্ষার্থীদের আপ্যায়ন ও অনুষ্ঠান ব্যয়)	২০০.০০	
সর্বমোট =		**১২২০০.০০**	
এসএসপি			
ক।	বৃত্তি	২৪০০০.০০	মাসিক ২০০০/- টাকা হারে
খ।	অন্যান্য ব্যয়(শিক্ষার্থীদের আপ্যায়ন ও অনুষ্ঠান ব্যয়)	২০০.০০	
সর্বমোট =		**২৪২০০.০০**	

৬। **পড়াশুনার তদারকি** । জেলা কমিটি এবং বাংলাদেশ ব্রাঞ্চ কর্তৃক নিয়মিতভাবে অত্র সংস্থার সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার তদারকি এবং সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়ে থাকে। পড়াশুনার প্রতি এ ধরনের তদারকি ও জবাবদিহিতার কারণে শিক্ষার্থীরা পড়াশুনার প্রতি অধিক মনোনিবেশ করে থাকে এবং এর ফলে তারা বিভিন্ন পর্যায়ের পরীক্ষায় কাঙ্খিত ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে।

৭। **সাফল্য**। সংস্থার উপকারভোগী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বর্তমানে ৯৭ জন শিক্ষার্থী দেশের বিভিন্ন সরকারি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আছে। ২০২২ সালে ০৩ জন শিক্ষার্থী বিসিএস(স্বাস্থ্য) এবং ০১ জন শিক্ষার্থী বিসিএস(লাইফস্টক) এ সুপারিশপ্রাপ্ত হয়ে চাকুরীতে কর্মরত রয়েছেন।

৮। **অডিট ও ২০২৪ সালের আর্থিক খরচের বিবরণ**। এনজিও সমূহের অডিট সম্পন্নের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর তালিকাভূক্ত সিএ ফার্ম রয়েছে। উক্ত সিএ ফার্মের মাধ্যমেই প্রতি বছর "দি অপটিমিষ্টস্" বাংলাদেশ ব্রাঞ্চের অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে থাকে। ২০২৪ সালে "দি অপটিমিষ্টস্" বাংলাদেশ ব্রাঞ্চ কর্তৃক চাইল্ড স্পন্সরশীপ প্রোগ্রাম এবং অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যয় বাবদ সর্বমোট **১,১২,৮৭,২০৭/-** টাকা খরচ করা হয়েছে।

৯। **উপসংহার**। "দি অপটিমিষ্টস্" অসহায় মানুষের জন্য আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে উচ্চশিক্ষায় বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের তার সাধ্যমত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। আর এ সবই সম্ভব হয়েছে একমাত্র আমাদের সম্মানিত স্বেচ্ছাসেবক ও স্পন্সরগণের আন্তরিক সহযোগিতা, ঐকান্তিকতা এবং দেশ প্রেমের কারণে। তারা দেশের টানে সূদুর প্রবাসে থেকেও তাদের কষ্টার্জিত অর্থ ও শ্রম দিয়ে দেশের মেধাবী ও গরীব শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। এ জন্য সম্মানিত সকল স্বেচ্ছাসেবক এবং স্পন্সরগণের প্রতি জানাচ্ছি বিনম্র শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

মহান রাব্বুল আলামীন সকলের সহায় হউন।

এ কে এম সাইদুল করিম
সেক্রেটারী
দি অপটিমিষ্টস্, বাংলাদেশ।